



নং ২৫৮ . মূল্য ৩.৫০

# ভোতাপাখির রহস্য



কানাডা মোবাইল এডভান্স



# বন থেকে বেরলো টিয়া



টিয়া ছিল পাখিওয়ানা। বনেজগল্লে হাঁদ পেতে  
সে পাখি ধরতো।

একদিন বিক্রেতা—



টিয়া!  
আজ  
কর মুখ  
দেখে  
উঠছি?

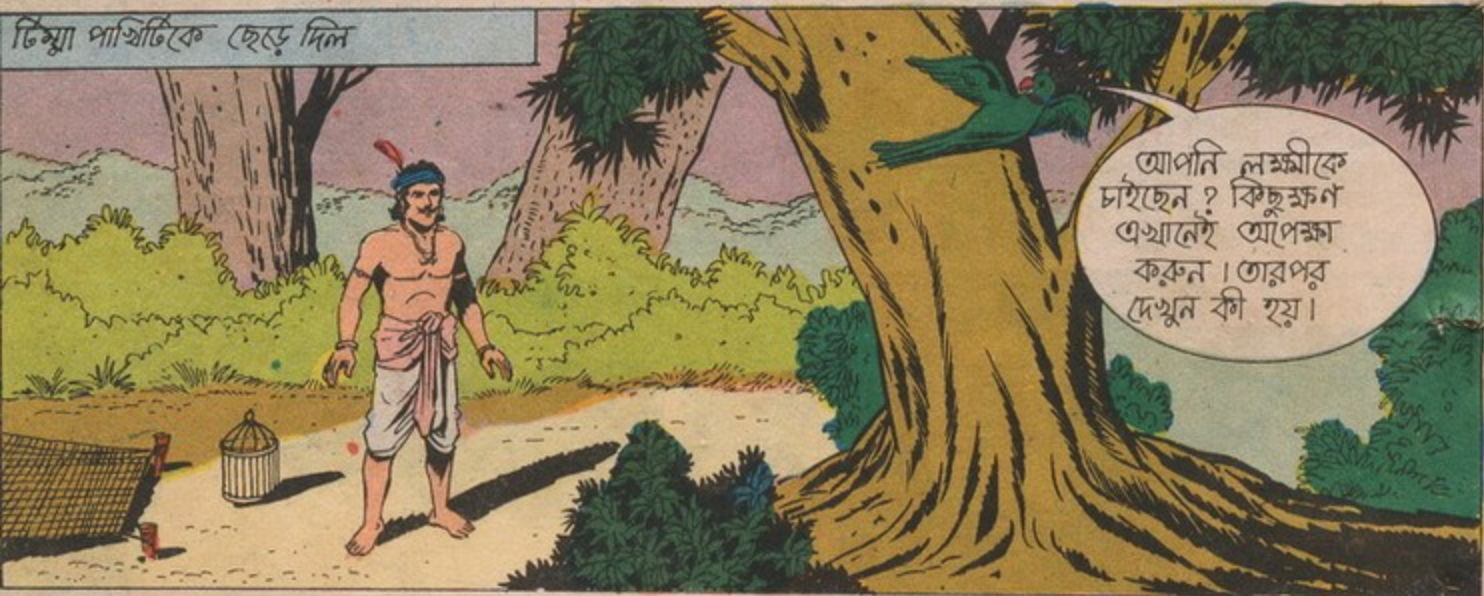
যেই সে পাখিটাকে খাঁচায় বন্দী করবে—



বন্ধু!  
আমাকে ছেড়ে  
দিন।

কতখা  
বলতে  
পার!









কিছু রাজপ্রাসাদে ঢোকা কি এতই মজা? হাতী পথ আটকালেন।

রাজা তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না, তিনি ব্যস্ত আছেন।



কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?

কখনই হবে না। আমানত একটা তোতাপাখি, তাই নিয়ে এমের রাজার সঙ্গে দেখা করলে?









মন্ত্রী! ওকে এক  
খনি সোহর দিন,  
পাখিটা  
কিনলাম।

একটা  
তোপাখির  
দাম? এ ডারে  
চললে রাজকোষ  
শূন্য হয়ে যাবে!



তোমার যখন ইচ্ছে, আমার  
কাছে আয়বে — দরজা  
খোলাই থাকবে।

দরকার হলোই  
আমরো।



পাখির কিছু হলোই, টিম্বা ছুটে আসত রাজার  
কাছে।

আবার আসছে! পাখিকে  
কথা শেখাচ্ছে! যতদূর—



একদিন পাখিওলা রাজাকে শুভ সংবাদ জানাতে এলো—

পাখি কথা  
বলছে।

চমৎকার



একই সময় মন্ত্রী এলেন রাজার সঙ্গে কথা বলতে —

মহারাজ!

এখন নয়,  
একটু পরে আসুন—  
আজ্ঞে এই বন্ধুর  
সঙ্গে কাজের কথাটা  
জেরে নিই।

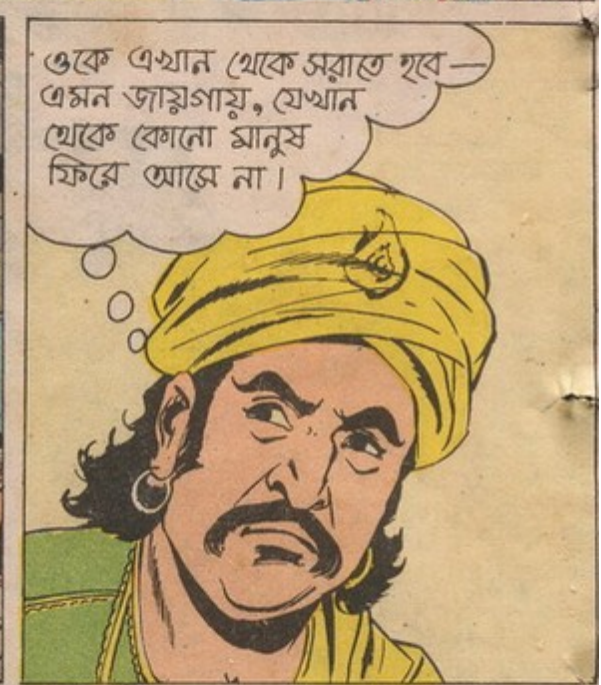




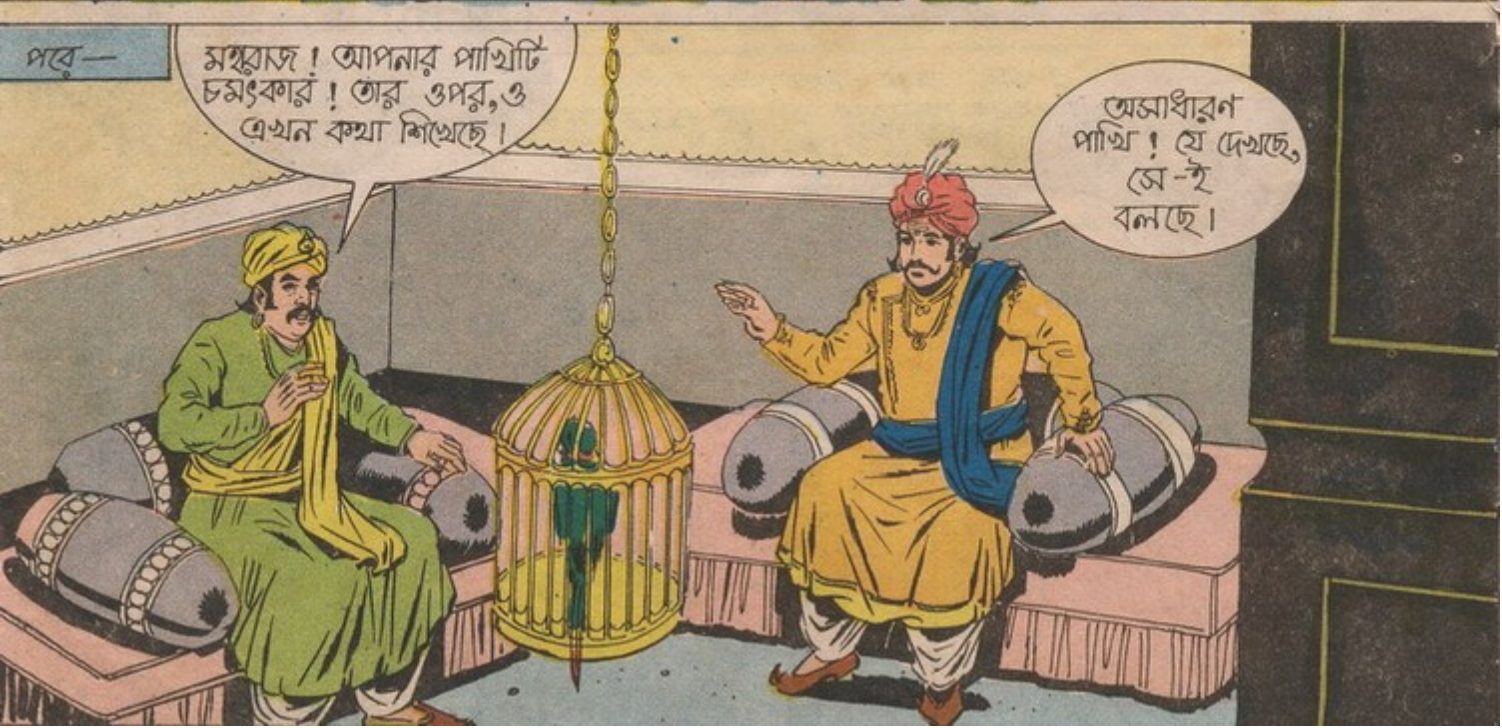
একটা সামান্য পাখিওলা,  
জে হলো রাজার বন্ধু!  
কাজের সমায় আমাকে  
তাড়িয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে কথা  
বলছেন?



এটা কী রাজার কর্তব্য। কিন্তু উনি  
এখন কোন কথাই শুনবেন না।  
কথায় নয়, বুদ্ধি দিয়ে এর  
বিহিত করতে হবে।



ওকে এখান থেকে সরাতো হবে—  
এমন জায়গায়, যেখান  
থেকে কোনো মানুষ  
ফিরে আসে না।

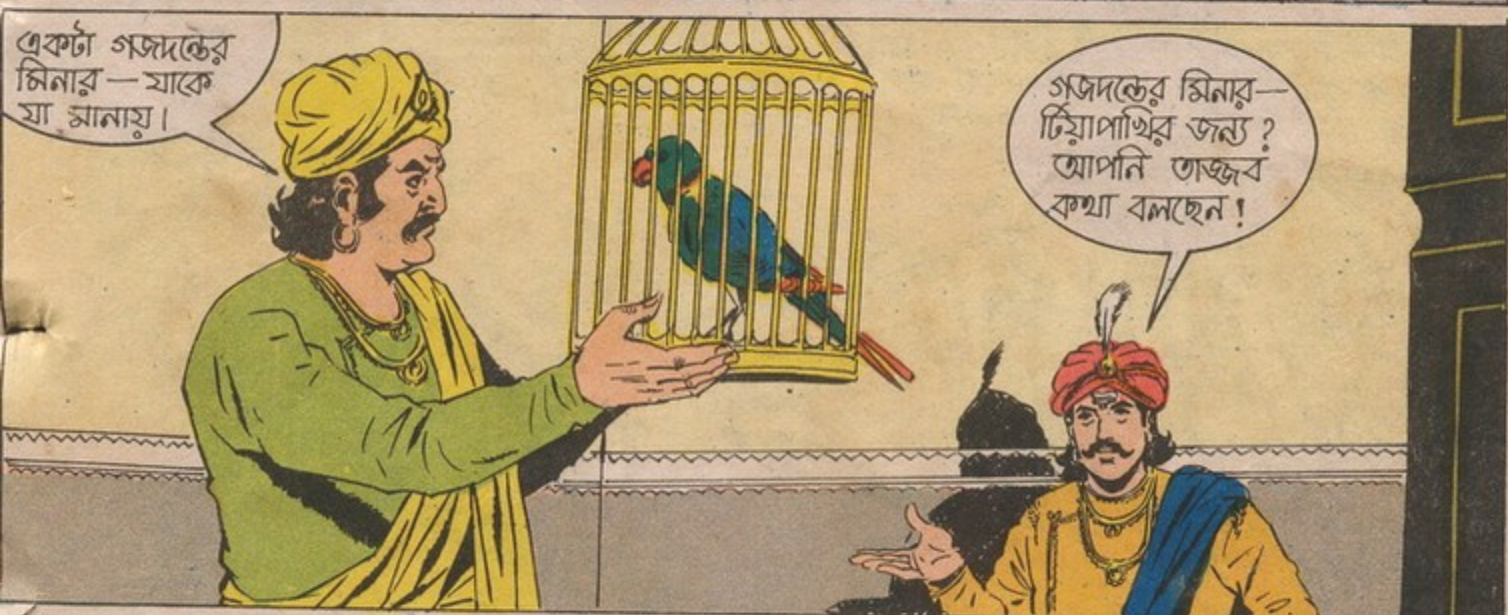


পরে—

মহারাজ! আপনার পাখিটি  
চমৎকার! তার ওপর, ও  
এখন কথা শিখছে।

অসম্ভাবন  
পাখি! যে দেখছে,  
জে-ই  
বলছে।







আমাদের বন্ধু  
পাখিগুলো - সে  
নিশ্চয় সম্মান  
জানে।



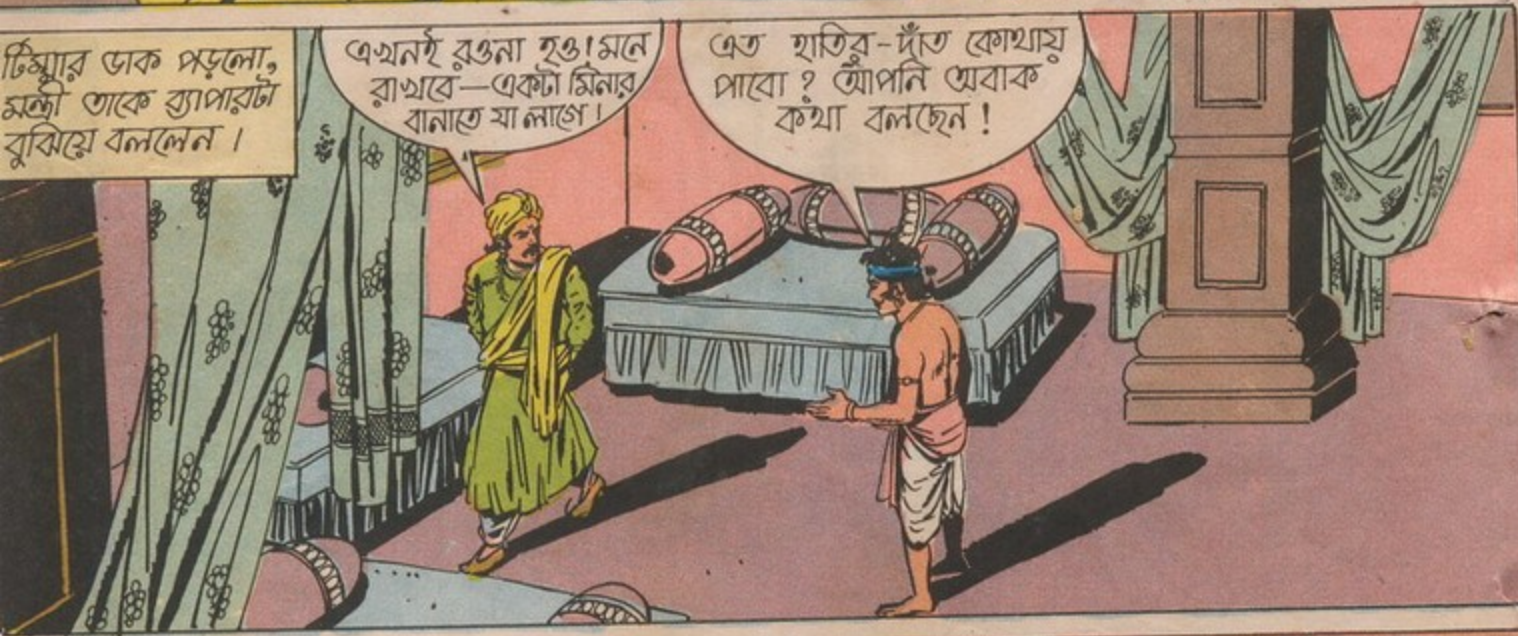
ঠিক বলেছেন,  
ও বাজের লোক।  
এখনই ওর সঙ্গে  
কথা বলুন।



টিম্বার ডাক পড়লো,  
মল্লী তাকে ব্যাপারটা  
বুঝিয়ে বললেন।

এখনই রওনা হও! মনে  
রাখবে - একটা মিনার  
বানাতে যা লাগে।

এত হাতির-দাঁত কোথায়  
পাবো? আপনি অবাক  
কথা বলছেন!



চার মণ্ডা  
সময় দিলাম। যদি  
খালি হাতে ফিরে  
আস, তোমার  
মুণ্ডি...



...ক্যাচ্  
করে কোর্টে  
নেহো।





পাখিগুলোকে আবার বনে যেতে হলো, কিন্তু পাখি যেন চলে না।



বেগথায় পারো  
এত হাতির দাঁত?  
কিন্তু মল্লীর শুকুম্ব,  
আম্মাকে হাতির পিছনে  
ছুটতেই হবে!



বন্ধু, আপনার  
মুখে এত মোঘ  
কেন কি হয়েছে?

?



তুমি?

বনে এম্বে বনের পাখিকেই  
ভুলেছেন? যা হয়েছে, খুলে  
বলুন!



টিম্বা পাখিকেই তার দুঃখের কথা জানানো।

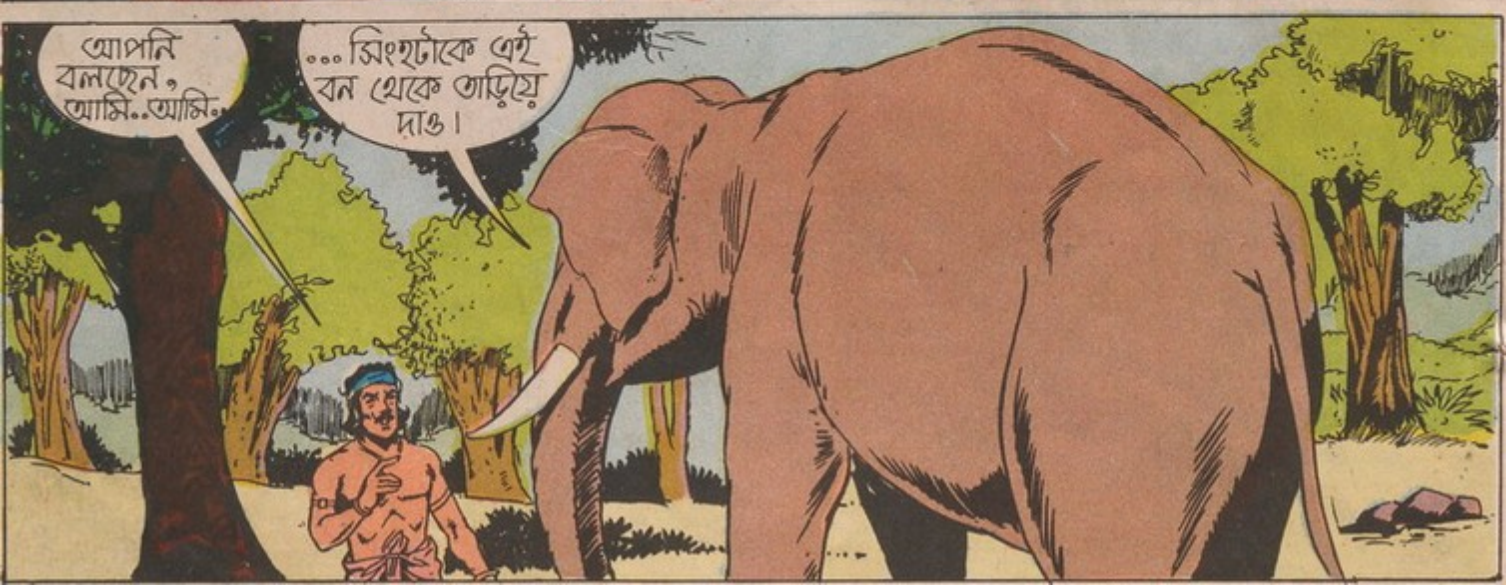
যা অস্বাভাবিক  
তা আমি কি বলবো?  
আবার—খানি  
হাত ফিবে গেলে রাজা  
আম্মার গদান নেবেন।

কোনো  
চিন্তা নেই।  
শুনুন—

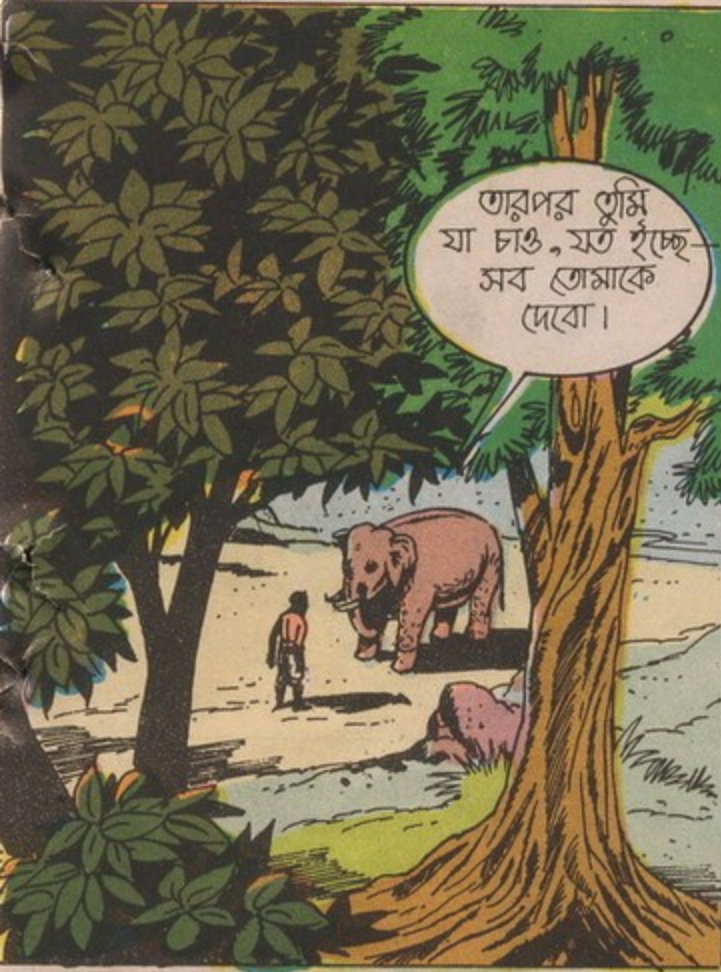


পূর্বের রাস্তা ধরে মোজা  
টলে যান। একটু হাঁটলেই দেখবেন  
গভীর বন, আপনি কিন্তু হাঁটতেই  
থাকবেন। তারপর চোখে পড়বে  
এক সর্বোত্তম তার জল আয়নার  
মতো। পিপাসা পেলেন হাতিরা  
দলবেঁধে আসে...









হাতেরা চুল গেল, চিম্বা কিন্তু জোথানোই  
দাঁড়িয়ে রইলো।

সিংহের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে  
হবে? আমি জাহান্নাম  
পাঠিওনা, কী  
করে...।



যেই যে নিচু হয়ে জলের দিকে ঝুঁকছে—





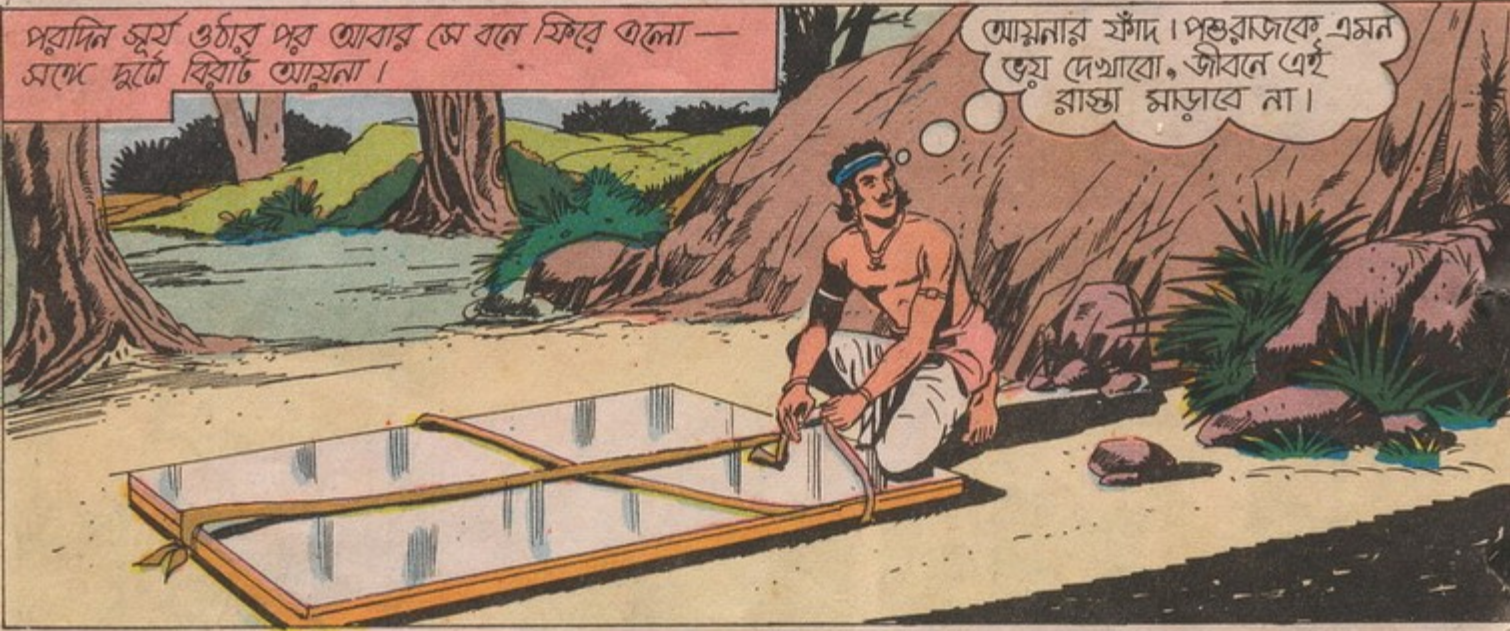
বিনা-যুদ্ধে ওকে  
এখান থেকে  
তড়াবো।



তুমি মিঠেই টিম্বা উল্টোপথে সহরের দিকে যাবা করলো।



পরদিন সূর্য ওঠার পর আবার সে বনে ফিরে এলো —  
মধ্যে দুটো বিরাট আয়না।



আমনার ফাঁদ। পশুরাজকে এমন  
ভয় দেখাবো, জীবনে এঁই  
রাস্তা মার্জাবে না।

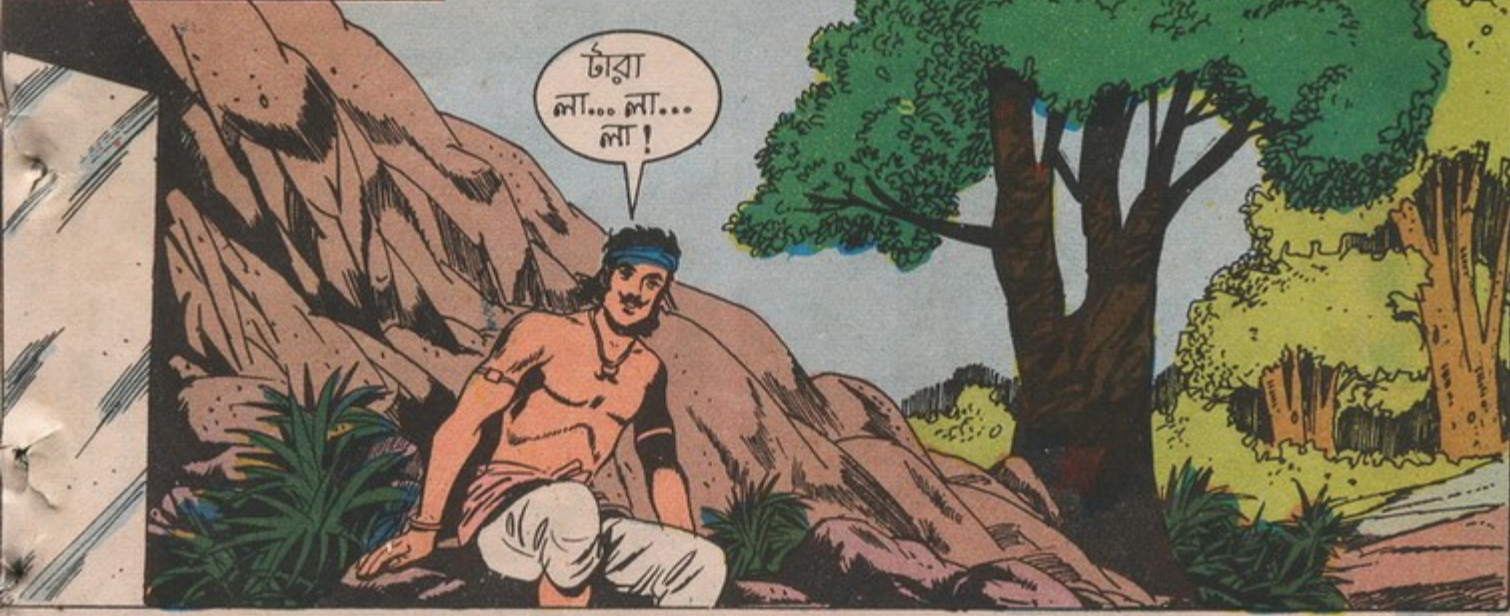
এবার সে আয়না দুটিকে মুখোমুখি দাঁড় করালো।



আমি প্রস্তুত।  
দেখা যাক কে  
জেতে—বুদ্ধি না  
গায়ের জোর?



সিংহকে আকর্ষণ করার জন্য টিম্বা উঁচুসুরে  
গান ধরলো।





আমি একশর্ত  
সিংহ খাঁচায়  
পুস্কেছি, এবার  
শাকাও—

মিথ্যেবাদী!  
ভেবেছিলাম, আমাকে  
কতায় দুনিয়ায়  
প্রাণে বাঁচবি?

এদিকে আয়,  
নিজের চোখে  
দেখে যা—

দেখাচ্ছি।



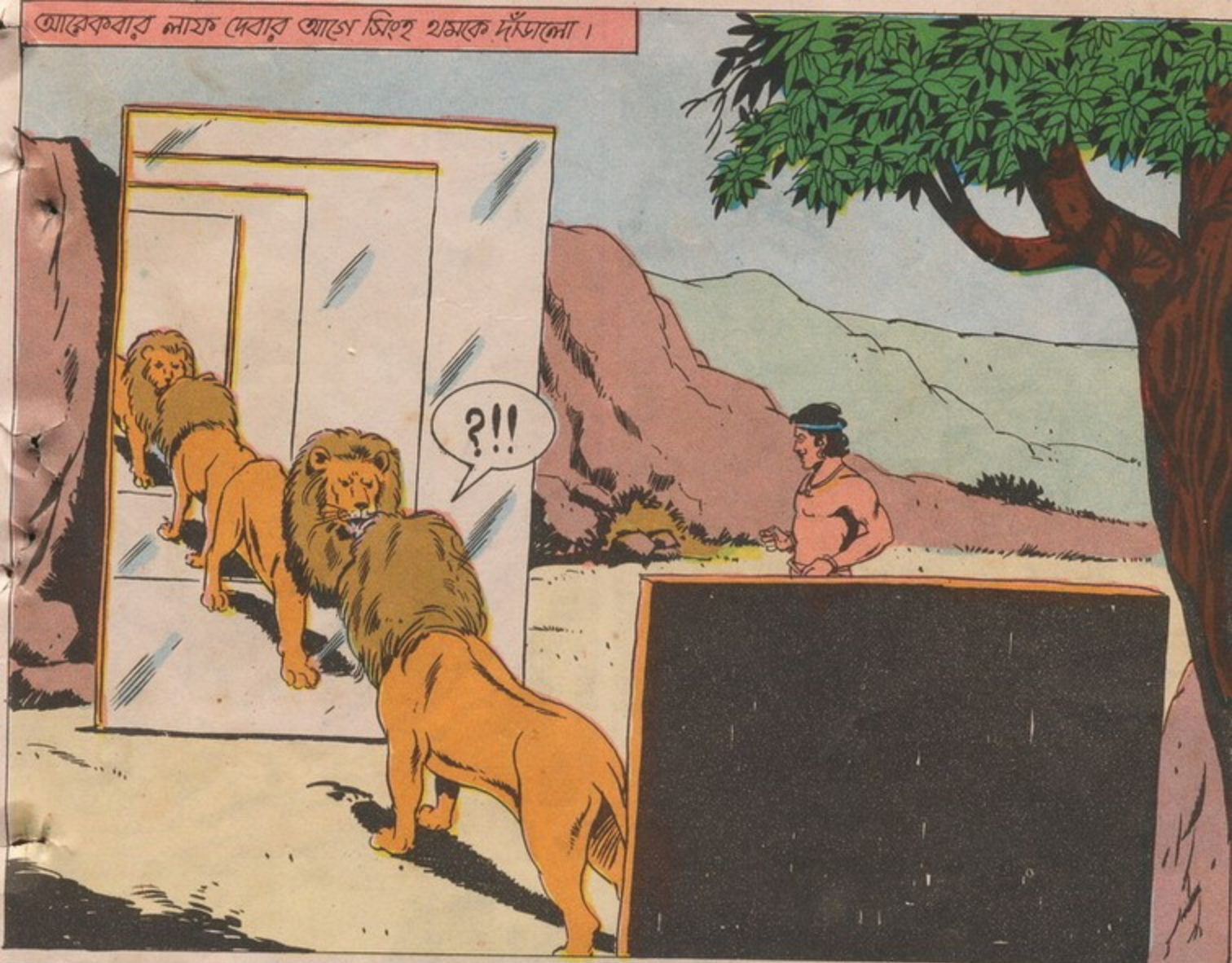
সিংহের লাফ যেন একঝলক বিদ্যুৎ...

কিন্তু টিম্বাও সমান হুঁশিয়ার।





আলেক্সান্ডার ন্যাক দেবার আগে সিংহ খসকে দাঁড়ানো।





বনের ভেতর যখন লেজ গুটিয়ে পাল্লাচ্ছে —



হাতিরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, আর জিহ্ন...





...য পলায়তি, ম জীবতি।

ও আর কোনদিনই  
এই রাস্তা  
মারবে না।

তোমাকে  
অসংখ্য ধন্যবাদ!  
আমার সঙ্গে এতো—  
যা দেখবে, তোমার  
চোখ জুড়িয়ে  
যাবে।



হাতির রাজা টিম্বাকে একটি শুভার আমনে নিয়ে গেল।

সিংহ যাদের  
মেরেছে, তাদের শেষ  
চিহ্ন। আমাদের দাঁত  
এখানে অজস্র পড়ে  
আছে— সব  
তোমার।



আরেক হাতির দাঁত সংগ্রহ হলো, কিন্তু —

বলুন তো,  
এত দাঁত কী  
করে নিষ্প্র যাব?

আমরা হাতিরা  
তোমাকে বড়ি  
পর্যন্ত নিষ্প্র  
যাবো।



যুথপতি নিজেই অন্য হাতিদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে দিতেন।

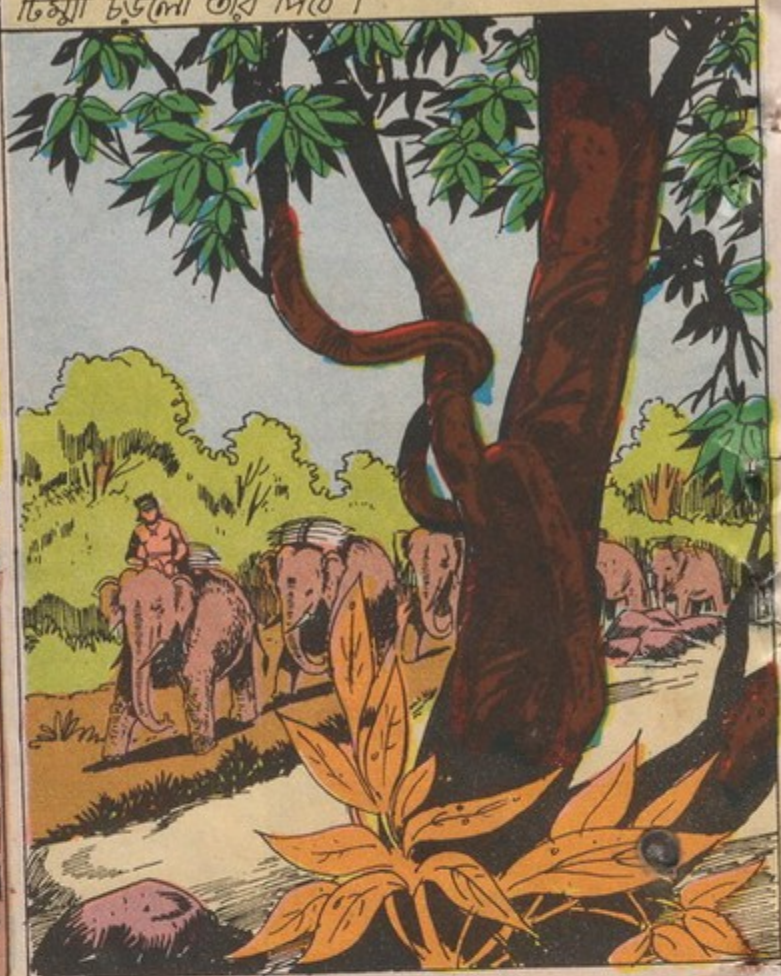




একদম দূর এক হাতি সামনে এসিয়ে এলো।



শুরু হলো তাদের সোভাযাত্রা। এবার আসে যে হাতি, চিম্বা চড়লো তার পিঠে।



যখন তারা রাজধানীতে পৌঁছলো, রাজা নিজেই এসিয়ে এলেন—

স্বাগতম, বন্ধু!

এ-যে  
অমূল্য  
ব্যপার! কী  
কি...!

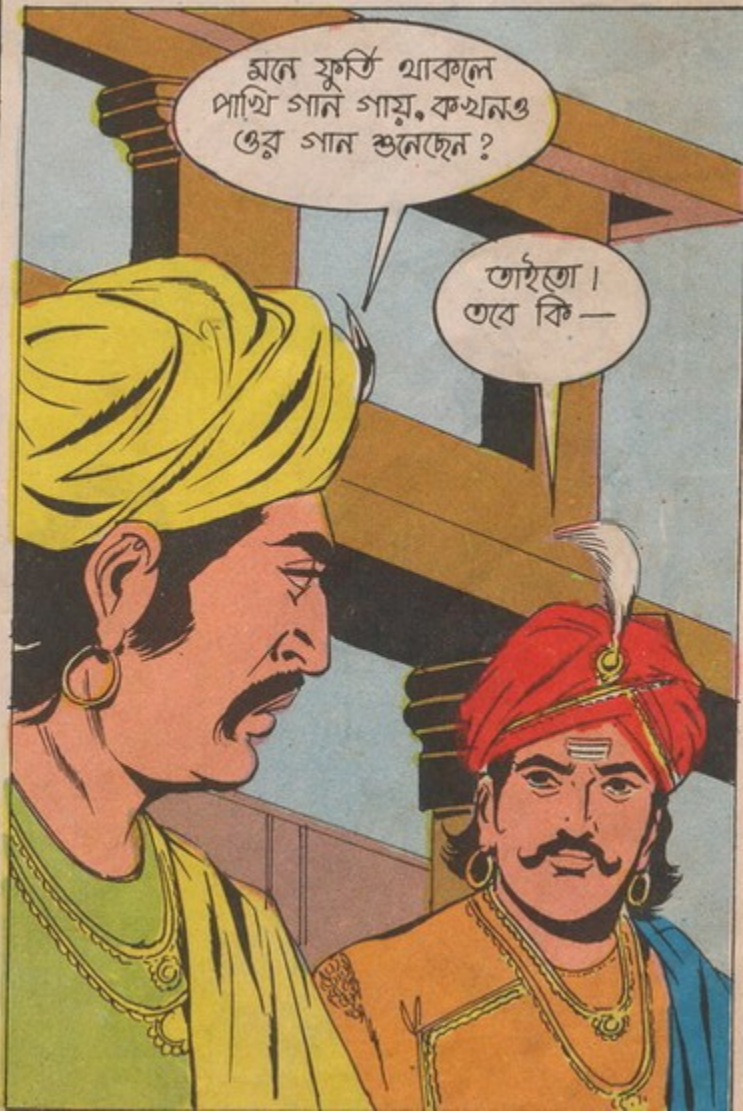


আজ থেকে তুমি  
সাদার-মাস্ত  
রাজি তো?

হাচ্ছ কী?









ও নিশ্চয় কারও পোষা  
টিয়া ছিল, তার  
কথাই ভাবছে।



হঁতে পারে  
কিন্তু মেরে নোক-  
টিকে খুঁজে পাব  
কী করে?



টিম্মার জানা  
উচিত, মেরে ওকে  
এনেছে।

মন্ত্রী: টিম্মাকে ডেকে পাঠালেন—

তোতাপাখিটা  
আগে যার কাছে  
ছিল, তাকে  
ধরে আনো!

আগে যার কাছে...  
আমি কী করে  
জানবো?—ওকে  
বন থেকে ধরে  
এনেছি।



রাজা এ-সব কৈফিয়ৎ শুনছেন  
না, তিনি কাজ চান।

কিন্তু—



চর মণ্ডার সময়  
দিনাম। যদি খালি হাত  
যেবো, তাহলে বুঝতেই  
পারছো ...





টিম্বা বনে ফিরে গেল তার পুরনো বন্ধুর কাছে।

আগে পাখি পিছনে পাখিওলা...



চলতে চলতে সামনে পড়লো  
এক মন্দির, মন্দিরের বাইরে  
দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুর  
ঘোড়া।



পাখি-ই বলে দিন তার-  
পর কি করতে হবে।

টিম্বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাই চাবি ঘুরিয়েছে...



... ঘোড়া উড়ে চললো আকাশের ওপর দিয়ে ...





... বন ছাড়িয়ে ...



... অল্পদ পার হয়ে ...



... দ্বীপের ওপর দিয়ে।





রাজার বাগানে রাজকন্যার বন্ধুরা খেলা করতিন,  
টিম্মার ঘোড়া সেখানেই নামানো।



এরকম ঘোড়া  
জীবনে দেখি নি!



আমাদের  
একটু আকাশে  
উড়িয়ে  
আনবেন?

আজ্ঞুন।

সম্ভারাজ আকাশে উড়লো।

খুব মজা  
লাগছে!





এবার রাজকন্যা এগিয়ে এলেন—

আমিও  
আকাশে  
উড়ে বো।



টিম্বুর ঘোড়া তাকে নিয়ে উড়ে গেল...

...সমুদ্র ছাড়িয়ে, বন ছাড়িয়ে—

আমাদের কোথায়  
নিযে  
যাচ্ছেন?

যাবে অনেকদিন  
দেখেন না,  
তার কাছে।





মামনে গজদন্ডের মিনার, কলের ছোড়া  
আবার মাটিতে নেমে এলো।



এবার পাখির গলায় গান ছটলো, এবার পেয়ে রাজ  
হুটে এলেন।



রাজকন্যার সঙ্গে রাজার বিয়ে হয়ে গেল আর  
চিয়া ইতো রাজ্যের প্রধান মেনাপতি।





বিছদিন সুখে কাটানো, তারপর হালোকাঠিন অসুখ  
বদলিরা আছেন-যান, কিন্তু —

এ বোগের কোনো  
গুণ্য নেই।

কেউ কি নেই  
যিনি ওর অসুখ  
মারাত্তে পারেন?



আজো যিনি  
ওর চিকিৎসা করতেন,  
তাঁর কাছে  
লোক পাঠান।

ঠিক কথা  
আমাদের  
জেনাপতিবর্গে কাজটার  
ভার দিন।



একবার এ দেশে গেলে  
মেথানকার মানুষ ওকে জ্ঞান  
পুঁতে ফেলবে। রাজকন্যার  
কথা তারা নিশ্চয়  
ভোলে নি।



রানী সব শুনছিলেন। হঠাৎ —

আমার অসুখ যে  
মারাত্তে পারবে তাকে  
আপনারা খুঁজে  
পাবেন না।





খুঁজে বেঁট  
করতেই হবে—  
তুমি বলো।

আম্মার সবচেয়ে প্রিয়  
বন্ধু— কিন্তু একদিন কী যে  
হ'লো, তাকে আপ দিল্লী : পাখি  
হ'য়ে যা! তাই হ'লো, তারপর  
কোথায় যে উড়ে গেল?



মেনাপতি নিশ্চয় মেই  
পাখিকে খুঁজে বেঁট করবেন।  
আপনি কি বলেন?

ওকে  
খবর  
দিন!



বন্ধু বঁটতে একজনই আছে, টিম্বা তার কাছেই গেল।



মেই মেঘ,  
মেই মুখ!  
বন্ধু, একটু  
হাসুন।

হাসির কথা  
নয়, আম্মার  
ডেয়ানক বিপদ!

সব শুনে পাখি টিম্বাকে অবাক ক'রে  
বললো—

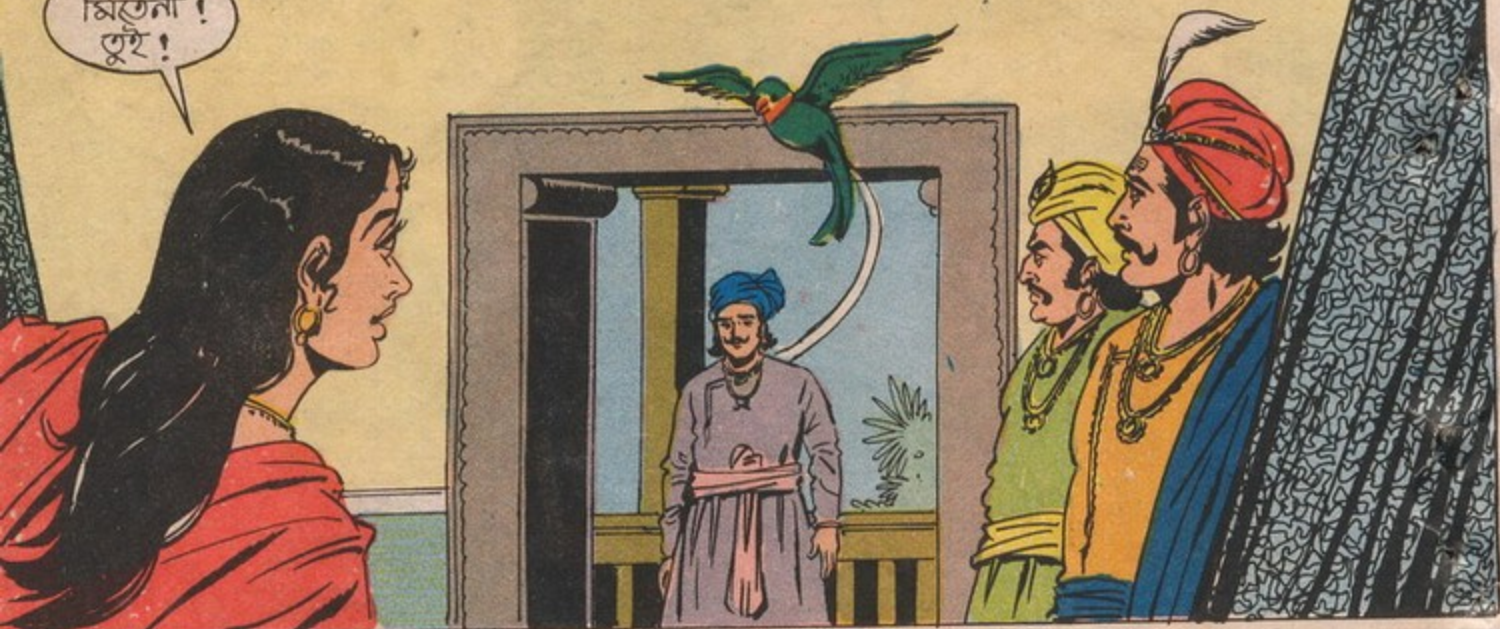
আম্মাকে বানির কাছে নিয়ে  
চলুন! দেখি তাঁর অজুখ  
সায়ে কিনা।





তাঁই হ'লো। পাখিকে দেখেই বানী উঠে বসলেন।

স্বিতনী!  
তুই!



বানী টিয়ার গলায় আদর করে হাত বোলালেন।



কোথায় টিয়াপাখি? এ যে—

আর কোনোদিন  
তোকে কাছছাড়া  
করবো না।



বানীর অসুখা মেয়ে গেল, তারপর টিয়ার মাথায় একটি  
সুন্দরী ছোঁয়ার বিষে হ'লো। রাজার ডানপাশের আয়নাটি এখন  
থেকে টিয়ার—যার পছন্দ নয় যে এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাক।

